বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

২০ জুন ২০০৫

আমাদের অধিকাংশের প্রাত্যহিক দিন কাটে সন্ত্রাস, আতংক, সংঘাত এবং নির্যাতনের অভিজ্ঞতায়, যা পৃথিবীর লক্ষাধিক শরণার্থীকে দেশ ছাড়া করতে বাধ্য করেছে। আমরা অবলীলায় ভুলে যাই যে, অধিকাংশ শরণার্থী আমাদের মতই মানুষ-যাদের বাড়ি আছে, পরিবার আছে, চাকরী এবং স্বপ্ন আছে-অপরিচিত পরিবেশে নিরাপত্তার বেপরোয়া সন্ধানে সেসব তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়ে, টিকে থাকার জন্য এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবনকে পুনর্গঠন করার জন্য এই সাধারণ মানুষগুলোকে অসাধারণ সাহস সঞ্চয় করতে হবে।

এই বিশ্ব শরণার্থী দিবসে, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর অদম্য তেজ এবং সাহসকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। এদের অনেকে সীমাহীন দুর্ভোগ স্বীকার করেছে, কিন্তু আশা ছাড়েনি। সাহসের সাথে হতাশাকে জয় করে সর্বগ্রাসী প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও নব জীবনের সূচনা করেছে। এশিয়া এবং আফ্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরণার্থী শিবিরগুলোতে আমরা প্রতিদিন তাদের সাহস প্রত্যক্ষ করি, যখন দেখি পুরো একটি পরিবার নতুন দক্ষতা শেখার জন্য পাঠকক্ষে উপস্থিত হচ্ছে, আর উদ্বিগ্নভাবে সেই দিনের অপেক্ষা করছে যেদিন তারা চূড়ান্তভাবে তাদের বাসস্থানে ফিরে যাবে এবং তাদের জীবন এবং দেশকে পুনর্গঠন করতে শুরু করবে। এর প্রতিফলন আমরা দেখি আফগানিস্তান, এ্যাঙ্গোলা, সিয়েরা লিয়ন এবং অন্যান্য ডজনখানেক দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভবিষ্যতের নতুন আশা নিয়ে তাদের যুদ্ধ বিধ্বস্ত জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছে। এবং আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন শহর এবং নগর গুলোতে দেখতে পাই, নিজ দেশে ফিরে যেতে অসমর্থ পুনর্বাসিত শরণার্থীরা তাদের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ে নতুন জীবন, সাফল্য এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে।

গত পাঁচ দশকে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের দপ্তর ৫ কোটিরও বেশী ছিন্নমুল মানুষকে তাদের বিধ্বস্ত জীবন পুনর্গঠন করতে সাহায্য করার সুযোগ এবং দায়িত্ব পালন করেছে। আজ পৃথিবীর অনেক কঠিন এবং বিপজ্জনক স্থানসহ প্রায় ১১৫টি দেশে ইউ এন এইচ সি আর সদস্যরা ১ কোটি ৭০ লক্ষ শরণার্থী এবং সংশ্লি-ষ্ট অন্যান্যদের সাহায্য করছে। তাদের এ মহৎ কাজে তারাও তাদের সাহসের প্রমাণ দিচ্ছে। আর এ সাহসের অনুপ্রেরণা যোগাচেছ সেবা গ্রহণকারী শরণার্থীরা। যেমন একজন ইউ এন এইচ সি আর মাঠ কর্মকর্তা সংকটকালে বলেছিলেন, সবকিছু হারিয়েও শরণার্থীরা যদি আশা না ছাড়ে, আমরা কিভাবে ছাড়ি?

প্রত্যেক শরণার্থীর প্রেক্ষাপট আলাদা এবং প্রতিটি ক্ষতিই ব্যক্তিগত। কিন্তু এই বিশ্ব শরণার্থী দিবসে, আমরা সকলে তাদের সম্মিলিত সাহস এবং অধ্যবসায় হতে দুর্দশা জয় ও উন্নততর ভবিষ্যত গড়ার অনুপ্রেরণা পেতে পারি।

** ** **